অমৃতকুম্ভের সন্ধানে

কালকূট

লেখক পরিচয়

[কালকূট (১৯২৪ - ৮৮) ছদ্ম নাম, আসল নাম সমরেশ বসু । মূল নামে তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব' ১৯৪৬ সালে পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন । একসময় বস্তিতে থাকতেন । বামপন্থী শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মী হিসাবে কাজ করেন । আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন । ১৯৪৯ সালে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন, কারাবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন । ছাড়া পাবার পর লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন । পরে লেখাকেই জীবিকা করেন । ক্রমে ক্রমে বাংলা কথা সাহিত্যের অগ্রগণ্য লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পান । প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' । অন্যান্য উপন্যাস 'বিটি রোডের ধারে', 'শ্রীমতী কাফে', 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'ত্রিধারা', 'জগদ্দল', 'গঙ্গা' ইত্যাদি । কালকূট ছদ্মনামে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা কম নয় । 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাবো তারে', 'নির্জন সৈকতে', 'অমৃত বিষের পাত্রে', ইত্যাদি। স্বনামে ও ছদ্মনামে লেখাগুলির মধ্যে সমরেশ বসুর সৃজন - প্রতিভার দুইটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় । বিষয়বস্তু নির্বাচনে, ভাষা প্রয়োগে, স্টাইলে, দুই ধারার স্বাতন্ত্র্য বিস্ময়কর । স্বনামে যখন তিনি লিখেছেন সেই লেখায় তীব্র জীবনতৃষ্ণা, কঠিন কঠোর বাস্তবতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, আসক্তিযুক্ত মানসিকতার স্পষ্ট উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন উপন্যাস বাস্তব জীবনের তীব্রতা পাঠকের মনকে বিচলিত করে তোলে । কিন্তু কালকূট নামে লেখা উপন্যাসগুলি সুখপাঠ্য । লেখার স্টাইল সরস, পাঠকের মনকে মুগ্ধতায় ভরে দেয় । গভীর দার্শনিকতা বা গভীর তত্ত্বকথাকেও শর্করা মিশ্রিত করে এমন ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যে পাঠকের মনের উপর কোন গুরুভার সৃষ্টি করে না । রমণীয় এই ধরনের লেখাকে 'রম্য - রচনা' বলা হয় । কালকূটের লেখার বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখা রমণীয় হলেও তরল বা খেলো হয়ে যায় নি ।

'শাম্ব' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদমি পুরস্কারে ভূষিত হন ।]

আচমকা ঝড় এল । ঝড়-ই বলি । হঠাৎ একটা তুমুল গন্ডগোল, তার সঙ্গে শিলা বৃষ্টির মত

কামরাটার মধ্যে এসে পড়তে লাগল বাক্স, প্যাঁটরা, বোঁচকা, পুঁটুলি । প্রতিবাদের অবসর ছিল না । অবসর ছিল না তাকাবার । যে যার মাথা বাঁচতেই ব্যস্ত । তার সঙ্গে একটা বাজখাঁই মহিলাকণ্ঠের চিৎকার, 'শ্যামা ! প্রেমবতী । ইধার ইধার মে । বুঢ়া কো উঠাও । পাতিয়া এ পাতিয়া । ছোকরি বহেরা হো গয়ী । শুনতি কী নহি ? শ্যামা, হাঁ হাঁ তু কোণে চলা যা।'

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
> 1. আচমকা ঝড় এল ।— এখানে ঝড় বলতে কী বোঝানো হয়েছে ।
> 2. মহিষাসুরমর্দিনী কাকে বলা হয়েছে ?
> 3. কোন পরিবারটি যুদ্ধং দেহি অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল ?

মনে হল আমার ঘাড়ের উপর একটা দু মণী বোঝা পড়ল ।

তারপর ব্যাপারটা যখন একটু শান্ত হল, তাকিয়ে দেখি, পিঠের কাছে মস্ত বস্তা । বস্তার উপর হয় প্রেমবতী, নয় শ্যাম কিংবা পাতিয়া । তার পায়ের কাছে জুজুবুড়ির মত এক ঘাড়-নোয়ানো বুড়ো। দরজায় কাছে দুটি যুবতী আর এক প্রৌঢ়া । বুঝলাম ওই প্রৌঢ়ার-ই কণ্ঠস্বর শুনেছি এতক্ষণ । তারা সকলেই মাল সাজাতে ব্যস্ত । বোধহয় উঠতে পারায় আনন্দেই মহিষাসুরমর্দিনীর মত আমার ঘাড়ের উপরের মহিলাটি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'আরে বাপরে, গাড়ি মে উঠনা এক আজীব কাম হ্যায়' ।

ওদিকে মধ্যপ্রদেশের পরিবারটি যুদ্ধং দেহি অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উন্মুখ । অন্ধ্রের পরিবারটিও সামলাতে ব্যস্ত ।

গাড়ি ছেড়ে দিল । তারপরই আসল যুদ্ধ শুরু । মধ্যপ্রদেশের সেই ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠতেই নতুন দলের প্রৌঢ়া গলা সপ্তমে উঠিয়ে আরম্ভ করল । যা বলল, তার বাঙলা করলে এই হয়, 'থার্ড ক্লাসের টিকিটই হোক, আর-যা-ই হোক, আমি চড়বই । নিয়ে এসো তোমার পুলিশ আর মিলিটারি। আমাকে মারুক আর কাটুক, আমি কিছুতেই পড়ে থাকতে পারব না । টাকা নেই বলে কি আমি তীর্থটুকুও করতে পারব না । খালি তোমরাই যাবে । উঠেছি তো বটেই, এবার তোমার যা খুশি তাই করো ।

তার কথার ফাঁকে ওদিকে দুই যুবতী কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে । আমার ঘাড়মর্দিনীও যুবতী । কিন্তু আমার শক্তির তো একটা সীমা আছে । অবাক হয়ে অবশ্য এও ভাবছিলাম যে, তীর্থ করতে । কিন্তু সঙ্গে এতগুলি অল্পবয়সী মেয়ে নিয়ে কেন । বাঙলাদেশে তো এর ব্যতিক্রমই দেখি ।

বললাম 'এই দেখিয়ে, অপ উতর যাইয়ে হামারা ঘাড়সে ।'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে তাকাল মেয়েটি । ভাবখানা, এ আবার কে গো । তারপর হেসে পরিস্কার গলায় বলল, 'আরে ভাই সবকোইকা তখ্‌লিফ, কিসীকো তো একলা নহি । এ দেখো, আদমিলোগ ঝগড়া

কর রহে !'

বলে সে তার বলিষ্ঠ দেহটি সামান্য সরিয়ে আবার ঘাড় ঝাঁকিয়ে চেয়ে হাসল । অর্থাৎ হল তো। কতখানি হল, সে আমিই জানি । আর খানিকক্ষণ বাদে আমার উঠে পড়া ছাড়া গতি নেই । কিন্তু —

কিন্তু বললাম কোথায় ? বললাম ! মা-খেগো বলা ? পায়ের কাছে তাকিয়ে দেখি একরাশ মাল আমার বুকসমান উঁচু হয়ে আছে । তবে কি চাপা পড়ে গিয়েছে বলরাম ? এক সহযাত্রীকে রেখে এসেছি মোকামাঘাটে । বলরামকেও রেখে যেতে হবে নাকি ?

পড়ে কী বুঝলে ?

1. 'আমাকে মারুক আর কাটুক, আমি কিছুতেই পড়ে থাকতে পারবো না' । একথা কে বলেছিল ?
2. বলরাম কে ছিল ?
3. তীর্থযাত্রার সময়ে লেখকের ট্রেনের কামরায় কোন্ কোন্ দেশের পরিবার সহযাত্রী হয়েছিল ?

কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারলাম না । তাড়াতাড়ি উঠে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে যেখানে- সেখানে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম মালপত্র ।

যা ভেবেছি তাই । দেখি বলরাম হাসছে । ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে । ফুলে উঠেছে কপালটা, রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে । তবুও হাসছে, কিন্তু তার হাসি আমার সমস্ত হৃদয় জ্বালিয়ে দিল । মরতে মরতেও সে হাসবে নাকি ?

হাসুক । তার মত হাসি তো সকলের নেই । মুখ গোমড়া করে তুলে বসালাম । তাকে মালপত্র ছুঁড়ে ফেলতে দেখে, নতুন দলের সকলে হা হা করে তেড়ে এল আমার দিকে — 'আরে আরে, আদমি আন্ধা না কি ? দিলে সব মাল চৌপাট করে ।

জান । জান কোথায় ! এতক্ষণে উঁকি মেরে দেখল তারা বলরামকে ! কিন্তু বলরাম হাসছিল তার সেই কপাল-ফোলা মুখ নিয়ে । সে হাসি দেখে গায়ের জ্বালা আরও জ্বলে উঠল ।

এক মুহূর্তের নীরবতা । প্রথমে হেসে উঠল প্রৌঢ়া । তারপর শ্যামা প্রেমবতীয়ার দল ।

হাসির কারণ বুঝলাম না ! তাকিয়ে রইলাম বিস্মিত বোকার মত । সত্যি ওদের একজন, সেই বুড়োটি । সে হাতের লাঠির ডগায় নড়বড়ে থুতনিটি রেখে একনজরে তাকিয়ে দেখছিল আমাকে । মোটা সাদা ভুর তলায় তার সেই চোখে বিরক্তিপূর্ণ অনুসন্ধিৎসা । এতখানি বেলাতেও তার আপাদমস্তক শাল দিয়ে ঢাকা । তার নাকের দুপাশের গভীর রেখা দেখে মনে হল সে বীতশ্রদ্ধ ও জগৎসংসারের উপর । জীবনে হাসির পালা তার শেষে হয়েছে । আর কোনদিন সে হাসবে না ।

হাসি থামিয়ে প্রৌঢ়াই প্রথমে বলল, 'আহা, বেচারা !'

আর একজন, 'সাধু নাকি ?'

পার্শ্ববর্তিনী, 'বোধ হয় ।'

প্রৌঢ়া করুণ মুখে বলে উঠল, 'শ্যামা, দিয়ে দে বেচারাকে দু-চার পয়সা ।'

শ্যামা নামধারিণী অচিরাৎ আঁচলের বদলে ট্যাঁক থেকে এক আনা পয়সা বার করে ছুঁড়ে দিল বলরামের কোলে । তারপর প্রৌঢ়া আমার দিকে ফিরে বলল, 'আরে ভাই, দেখা নেহি উনকো । গোসা ন করো ।'

বলেই আবার তারা তাদের মালপত্র গোছাবার জন্য লাফালাফি, ঘাড়ে ওঠাওঠি শুরু করে দিল । যত না মালপত্র সাজায়, তত সামলায় বুড়োকে । বুড়ো যেন তাদের সাত রাজার ধন এক মানিক । কেন, কে জানে । সেই সঙ্গেই স্ব-ভাষায় কি একটা কথা নিয়ে হেসে খুন হচ্ছে সকলে । আর আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে আমাকে । কেন, তারাই জানে ।

তারা শুধু খ্যাপা হাওয়ার মত আসেনি । খ্যাপা তারা নিজেরাও । তাদের হাসি কথা কাজ দেখে তাই মনে হয় । যেন খাঁচার পাখি খাঁচাছাড়া হয়েছে । মাতিয়ে তুলেছে বনপালা ।

তাদের চারজনের মধ্যে প্রৌঢ়াসহ তিনজনের দেহে সাবেকী ধরনের সোনার অলঙ্কার । জামাকাপড়েও গ্রাম্য অবস্থাপন্ন পরিবার বলেই মনে হয় । সবচেয়ে বেশি চোঁখে পড়ে এই বাঁধনছাড়া কলকাকলীর মধ্যে তাদের স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কাকে দেখে লেখকের সহযাত্রীরা সাধু মনে করেছিল ?
2. শ্যামা, প্রেমবতী, পাতিয়া এরা কারা ছিল ?
3. কে কোন কারণে এদের ডাকছিল ?

মধ্যপ্রদেশের শার্দূল তখনো হাত-পা গুটিয়ে বসে গজরাচ্ছেন । অন্ধ্রের পরিবারটিরও শান্তি ভঙ্গ হয়েছে বিলক্ষণ । তবু মনে হল, তাঁরা উপভোগ করছেন সমস্ত ব্যাপারটা ।

বলরাম বিকলাঙ্গ । পরিচয়ও তার সঙ্গে সামান্য । তবু মনটা আমার বিমুখ হয়ে উঠল তার প্রতি। কী বলে সে আনিটা নিয়ে হাসছে আমার দিকে চেয়ে ! যারা অমনি আঘাত করে তার মাশুল দেয় এক আনা, দিয়ে আবার নির্লজ্জের মত হাসে, তাদের প্রতি বলরামের এত অনুরক্তি কিসের । বলরামেরা চিরকালই এমনি ! ছি, ওর সঙ্গে আর কথা বলব না ।

দু মিনিট গেল না । বলরাম আবার ডাকল, 'বাবু' ।

যেন শুনতে পাই নি, এমনিভাবে তাকিয়ে রইলাম অন্যদিকে । কিন্তু বলরাম চাপা ও খুশী গলায়

বলল, 'এতক্ষণে শুকনা খালে জোয়ার এইল । বাবা ! এতক্ষণ এই বাবু কামরাটাতে বইসে মনে হচ্ছিল না যে পেরাগে যাচ্ছি । এইবার দেখেন তো, কেমন কলর-বলর গমগম কইরছে !'

আমি জবাব দিলাম না । কিন্তু সে আপন মনে বলেই চলল, 'বুইঝলেন বাবু, বলে মানুষ নিয়ে কথা' ! বেঁইচে আছি যদ্দিন, তদ্দিন মানুষ ছাড়া গতি নাই । একলা সুখ, একলা দুখ, এ কি হয় । তবে মরণ ঘুনাইলে অত কান্না কিসের, অ্যাঁ ? ছেইড়ে যাবার ভয়েই তো । আসুক, আরো আসুক । কী বলেন বাবু, যে কয় একলা চলি, সে তো চলে দোকলার জন্যে ! নইলে চইলতে যাবে কেন, অ্যাঁ ?'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কাকে দেখে লেখকের মনে হয়েছে, "জীবনে হাসির পালা তার শেষ হয়েছে ?
2. শ্যামা কাকে পয়সা দিয়েছিল ?
3. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে লেখক কোথায় যাচ্ছিলেন ?

কাঁচা কুঁয়োয় উপরের জল চুইয়ে পড়বেই । তা রোধ করবে কে ? বলরামের কথাগুলি ঠিক কানে এসে ঠেকছিল । শুধু ঠেকছিল না, অবাক করছিল আমাকে । শাসন, রাজনীতি নিরাপত্তাহীন, সব মিলিয়ে আমাদের মনে অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয়, অনেক সংকীর্ণতা। দিবানিশি পা টিপে চলেছি চোরাবালি এড়িয়ে। এই জীবনেই ফাঁক পেয়ে আবার দৌড় দিয়েছি অমৃত-কুম্ভের সন্ধানে, ভারতের সেই বিচিত্র রূপের রসে ডুব দেব বলে । সে রূপ লক্ষ লক্ষ হৃদয়েরই; কিন্তু বলরামের এ কিসের রস। এ কি তার নিরক্ষর অন্তরেরই বিশ্বাস, নাকি শুধু কথার জাদু ! মানুষের প্রতি তার এত টান ! নাকি টানটা চার পয়সার ।

ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল বলরামের ফোলা কপাল । লাল জায়গাটিতে এতক্ষণে বিন্দু বিন্দু রক্তও দেখা দিয়েছে । তবু সে হাসছে । অম্লান হাসি দেখে সহজে মনে পড়ে শুধু বৌদ্ধ শ্রমণদের কথা। কিন্তু এ যুগে তা অচল এবং অবিশ্বাস্য, গলায় আমার আপনিই ঝাঁজ এসে পড়ল । বলরাম, 'তোমার কি একটুও চোট লাগে নি ?'

বলরাম বলল, 'চোট আমার লাগেনি বাবু ? কিন্তু কাঁদব কার কাছে বলেন । কাঁদনে লাভ? ওনারা কইবেন, দেখি নাই বাপু । মিটে গেল । তাই বলে পইড়ে থাকব না, চইলতে চোট লাগে না বাবু ? আপনার লাগে না ?'

আবার সেই কথার ফুল ফোটানো । সে ফুলে এমন গন্ধও ছিল যে, চট করে জবাবও দিতে পারি না এই সামান্য বলরামের কথার ।

সে আবার বলল, 'বাবু নোকে সংসার চালায় ! সংসারের কত ব্যথা, কত চোট । সেখানে

পেটে চোট, মনে চোট। পেটে খেতে নাই, বুক-জোড়া মানুষটি নাই, হাজার চোট খেইয়েও থেমে আছে কে বলেন ?' তর্কের অবকাশ ছিল কি না জানি নে। কিন্তু হেরে গেলাম। জানি নে, কোন পথে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। আমাকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার স্রোতে। একটা সামান্য নুলা বলরামের কাছে হার মেনে গেল আমার বিদ্যা-বুদ্ধি। অন্তত এই মুহূর্তের জন্য সে আমার মনের দুকূল ভাসিয়ে দিল।

এরপরে আর এই চারটে পয়সার কথা বলে তাকে আঘাত দেওয়ার কথা আমার মনে আনতে সংকোচ হল। আমার মন তো বলরামের মন নয়।

তৃতীয়বার বলরামের হাত এসে ঠেকল আমার পায়ে। ছি ছি, অমন পায়ে হাত কেন বার বার। বলরাম, কী বলছ ?'

দেখলাম বলরামেরও সঙ্কোচ হয়। বলল, 'অ্যালাবাদ ইস্টিসনে এটুস হাত দুইখান ধরবেন, কোনরকম একবার টেনে-হিঁচড়ে ফেলতে পারলেই হইবে। আপনি একলা মানুষ তাই কইলাম।'

বলে সে আমার মুখের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রইল। সেই চোখে দেখতে পেলাম বোধহয় বলরামের আসল রূপ। সে রূপ এক বিকলাঙ্গের করুণ অসহায় রূপ।

এ সংসারের আয়নায় বোধহয় এটাই তার প্রকৃত মূর্তি। আর এ রূপই বুঝি তাকে দিয়েছে প্রাণ-ভোলানো সুর গলা, কথা ও মন।

(মূল উপন্যাসটির অংশ বিশেষ)

জেনে রাখো

শিলাবৃষ্টি	—	বৃষ্টির সঙ্গে বরফ পড়া।
অনুসন্ধিৎসা	—	জানবার ইচ্ছা।
বীতশ্রদ্ধ	—	যে সব কিছুর থেকে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে।
আপাদমস্তক	—	পা থেকে মাথা পর্যন্ত।
কালকূট	—	তীব্র বিষ।
মহিষাসুরমর্দিনী	—	দেবী দুর্গা।

বলিষ্ঠ — বলশালী ।

বিলক্ষণ — ভালোরকম, অসাধারণ

শার্দূল — বাঘ ।

কুম্ভ — কলস ।

পাঠ পরিচয়

পাঠের এই অংশটি কালকূটের লেখা 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে । এলাহাবাদের প্রয়াগে (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থলে) কুম্ভমেলার আয়োজন হয় । দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পুণ্যার্থীর দল এখানে আসে । ভ্রমণ-পিপাসু লেখক ভ্রমণের সুখকর অভিজ্ঞতা অর্জনের অভিলাষে প্রয়াগের পথের যাত্রী হয়েছিলেন । রেলগাড়িতে যাত্রাপথে তারই এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন এখানে । সরস ভঙ্গিতে এই বর্ণনা দেওয়া হলেও, তার আড়ালে যে গভীরতার স্পর্শ রয়েছে, তা পাঠক মনকে ছুঁয়ে যায় একান্তভাবে । বিশেষত, পরিশেষে বলরামের দৈহিক অসহায়তার কারণে সাহায্য প্রার্থনা, তার ব্যাকুল চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে তার প্রকৃত রূপের প্রকাশ মনকে নাড়া দিয়ে যায় । সর্বোপরি, বলরামের চারিত্রিক দার্শনিকতা পাঠ্য অংশটির মূল্যবান সম্পদ ।

পাঠবোধ

সঠিক উত্তর দাও

1. শিলাবৃষ্টির মতো কামরাটির মধ্যে কী এসে পড়তে লাগলো ?

(ক) বরফ (খ) পাথর

(গ) বাক্স - প্যাঁটরা (ঘ) লাঠি

2. মনে হল আমার ঘাড়ের উপর একটা দু - মণী বোমা পড়ল । — কে একথা বলেছিলেন ?

(ক) শ্যামা (খ) প্রেমবতী

(গ) লেখক (ঘ) বলরাম

3. শিলাবৃষ্টির মতো কামরাটির মধ্যে কী এসে পড়তে লাগলো ?

(ক) দুটি যুবতী (খ) ঘাড় - নোয়ানো বুড়ো

(গ) নতুন দলের প্রৌঢ়া (ঘ) অন্ধ্রের পরিবার

4. টাকা নেই বলে কি আমি তীর্থটুকুও করতে পারব না । — কে একথা বলেছিল ?

(ক) পাতিয়া (খ) মধ্যপ্রদেশের ভদ্রলোক

(গ) অন্ধ্রের ভদ্রলোক (ঘ) লেখক

5. বলরাম কোথায় চাপা পড়ে ছিল ?

(ক) মালপত্রের নিচে (খ) ট্রেনের সিটের নিচে

(গ) লোকজনের ভিড়ে (ঘ) ট্রেনের নিচে

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. বৃষ্টির মতো কামরার মধ্যে বাক্স - প্যাঁটরা পড়তে থাকলেও প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিলনা কেন?
7. বাজখাঁই কণ্ঠের মহিলা কাকে ডাকছিলেন ?
8. কামরার দরজার কাছে কারা দাঁড়িয়ে ছিল ?
9. বলরামকে মালপত্রের নিচের থেকে লেখক কী করে উদ্ধার করেছিলেন ?
10. মোকামাঘাটে কাকে রেখে আসতে হয়েছিল ?
11. মালপত্রের নিচের থেকে বেরিয়ে বলরাম কী করছিল ?

সংক্ষেপে লেখো

12. মালপত্র ছুঁড়ে ফেলতে দেখে, নতুন দলের লোকদের কিরকম প্রতিক্রিয়া ছিল ?
13. বলরামকে দেখে কারা হেসে উঠলো ?
14. 'তারা শুধু খ্যাপা হাওয়ার মত আসেনি । খ্যাপা তারা নিজেরাও' ।
    লেখক কাদের সম্পর্কে একথা বলেছেন ?
15. নতুন দলটির মধ্যে ক'জন মহিলা ছিলেন ?
16. তাদের কোন্ বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ?

17. কপালের আঘাত নিয়ে বলরামকে হাসতে দেখে লেখকের কাদের কথা মনে পড়েছিল ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

18. বলরামের প্রতি লেখকের মন বিমুখ হয়ে উঠেছিল কেন ?

19. মানুষ সম্পর্কে বলরামের দার্শনিক উক্তি কী ছিল ? তার অর্থ কী ?

20. "এতক্ষণে শুকনা খালে জোয়ার এইল।" কে একথা বলেছিল ? কোন্ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল?

21. লেখক বলরামের জীবন দর্শনের উপলব্ধির কাছে হেরে গেলেন কেন ? বুঝিয়ে বলো।

22. কীভাবে লেখকের চোখে বলরামের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠল ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **ব্যাসবাক্য সহ সমাস লেখো**

অল্পবয়সী	আপাদমস্তক
বাক্স - প্যাঁটরা	অমৃতকুম্ভ
মহিলা কণ্ঠ	দিবানিশি
জগৎ সংসার	

2. **নিচের শব্দগুলি থেকে তৎসম এবং তদ্ভব শব্দ বেছে নিয়ে লেখো**

অনুসন্ধিৎসা	সপ্তম
বিকলাঙ্গ	খাঁচা
আঁচল	কুয়ো
হাত	

3. **নিচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখে, সেগুলি দিয়ে বাক্য বানাও**

পরিষ্কার	সামান্য
নিরক্ষর	শান্ত
নির্লজ্জ	সীমা
প্রকৃত	

4. নিচে দেওয়া শব্দগুলির থেকে কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত শব্দ বেছে আলাদা করে লেখো

লেখক	মানব
দর্শন	পার্থিব
চলন্ত	কোণা
পড়া	লাজুক

5. এই অংশটি হিন্দীতে অনুবাদ করো

বলরাম বিকলাঙ্গ । পরিচয়ও তার সঙ্গে সামান্য । তবু মনটা আমার বিমুখ হয়ে উঠল তার প্রতি। কী বলে সে পয়সাটা নিয়ে হাসছে আমার দিকে চেয়ে । ... বলরামেরা চিরকালই এমনি ! ছিঃ, ওর সঙ্গে আর কথা বলব না ।

6. রেলের কামরায় ঝড়ের মতো উঠে পড়া পরিবারটি সম্পর্কে নিজের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ লেখো ।

আলোচনা করো

সহযাত্রীদের সঙ্গে রেলের কামরার নতুন দলের পরিবারটি যেমন ব্যবহার করেছিলো, সেরকম ব্যবহার করা কখনই উচিত নয় । এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখতে পারো । বিকলাঙ্গ বলরামের নির্মল চরিত্র তোমাদের নিশ্চয়ই আকর্ষণ করবে । তার মতো, মানুষকে ভালোবাসার গুণ অর্জন করার চেষ্টা করো ! মানুষের চরিত্রের গুণগুলি সম্পর্কে নিজেরা আলোচনা করে দেখো ।

করতে পারো

রেলের কামরার মজার দৃশ্যগুলি অভিনয় করতে পারো । অন্যদিকে, বলরামের মতো অসহায় ব্যক্তিদের জন্য সর্বদাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করো ।